বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
স্বাধীনতা ভবন
৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
প্রশাসন বিভাগ
(www.bffwt.gov.bd)

বিষয়ঃ তথ্য অধিকার (RTI) আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	জনাব এস এম মাহাবুবুর রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
সভার তারিখ	:	০৯/১১/২০২২ খ্রিঃ, (বুধবার)
সভার সময়	:	বেলা ১০.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	সভাকক্ষ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট "ক"

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি স্বাগত বক্তব্য বলেন, সরকারি কর্মচারীদের অন্যতম কর্তব্য হলো জনগণের সেবা করা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ (২) উল্লেখ রয়েছে " সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"। সরকারি দপ্তরে সেবা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন অফিসের কার্যাবলী সম্পর্কে জানা। আর দরকারি তথ্য পাওয়ার জন্য সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে। তথ্যে নাগরিকের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের কানো বিকল্প নাই। তাই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত আজকের এই সভাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও কার্যালয়সমূহের জন্য প্রবর্তিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতেও তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নকে আবশ্যিক কাজ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি এও বলেন, আমাদের প্রশাসনিক সংস্কৃতিতে গোপনীয়তা রক্ষার চর্চা এখনও রয়ে গেছে। গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে আমাদেরকে জনগণের সেবা করতে হবে। অত:পর তিনি সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনের জন্য সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-কে অনুরোধ জানান। সচিব (উপসচিব) বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। বিগত সভার কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধন বা সংযোজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০১। ট্রাস্টের সচিব (উপসচিব) তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ ও বিধি-বিধান power Point এর মাধ্যমে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, সরকারি মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হচ্ছে তথ্য অধিকার। সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি হ্রাস করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে। নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষার্থে রাষ্ট্রের এ উদ্যোগ অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। তিনি আরও বলেন, তথ্য হলো শক্তি। তথ্য অধিকার আইনকে সফলভাবে বাস্তবায়ন ও অংশীজনের (Stakeholders) এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য অধিকার আইন ও বিধি-বিধান অবহিত করা একান্ত জরুরি।

চলমান পাতা-০২

০২। সভাপতি তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর কতিপয় ধারা/অনুচ্ছেদ সভায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তথ্য অধিকার আইন কি, কিভাবে তথ্য পেতে হবে, কার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে, কি কি তথ্য পাওয়া যাবে, কোন কোন তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, নির্ধারিত সময়ে তথ্য না পেলে কার নিকট আপিল করতে হয় ইত্যাদি বিষয়টি বিস্তারিত আলোচেনা করেন।

০৩। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল লতিফ, বলেন, তথ্য প্রদানের বিষয়ে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। আমরা যেসকল তথ্য চাই তা তাৎক্ষণিকভাবে পাই বলে লিখিতভাবে তথ্য চাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

০৪। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ ইউনুছ, বলেন ইতোপূর্বে ট্রাস্টে অনেক সময় কোন নথি/চিঠিপত্র খুঁজে পাওয়া যেত না। বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় এ সমস্যার সমাধান হয়েছে। এজন্য তিনি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

০৫। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব এম এ মাজেদ বলেন, অংশীজনদেরকে (Stakeholders) নিয়ে অনুষ্ঠিত আজকের এ সভায় তথ্য অধিকার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পেরে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে কিভাবে অধিকার আদায় করা যায় অথবা কিভাবে তথ্য পেতে হয় এগুলো জানতে পেরে আমরা আমাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হবো।

০৬। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির বলেন, আমার ব্যক্তিগত নথির গোপনীয়তা রক্ষার দায়িত্ব ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের। তথ্য প্রকাশ করতে গিয়ে কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

০৭। অত:পর বিস্তারিত আলোচনান্ত নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ ও বিধি-বিধান অনুযায়ী সুবিধাভোগীদের তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট।

(খ) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা-২০২২-২০২৩ অনুযায়ী যথাসময়ে অংশীজনদেরকে (Stakeholders) নিয়ে সভা/সেমিনারের আয়োজন করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট।

০৩। পরিশেষে তথ্য অধিকার আইন, বিধি-বিধান ও তথ্য কর্মপরিকল্পনা-২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করে এবং সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এস এম মাহবুবুর রহমান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ও
আপিল কর্মকর্তা, তথ্য অধিকার
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

চলমান পাতা-০৩

স্মারক নম্বর-৪৮.০১.০০০০.১০২.৩১.০০৪.২২-৯৫৩৮

তারিখ: ৩০ কার্তিক ১৪২৯ / ১৫ নভেম্বর ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

(০১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (কল্যাণ), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট।
(০২) উপ-প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
(০৩) ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট।
(০৪) জনাব মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল), প্রকৌশল শাখা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
(০৫) শেখ গোলাম সরোয়ার, সহকারী প্রোগ্রার (আইসিটি), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট (এ ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)
(০৬) জনাব .....

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

০১। উপসচিব (ইতিহাস সংরক্ষণ ও গবেষণা) ও তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। পরিচালক (শিল্প ও বাণিজ্য/অর্থ/কল্যাণ)/সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৪। অফিস কপি/গার্ড ফাইল

(মোঃ ফয়েজ আহমেদ খান)
ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
ও
তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট